কুলীনের মেয়ে

"স্বদেশী চাবুক প্রণেতা"

শশিভূষণ দাস

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

[ছাতুবাবুর বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পার হইলে ওই রাস্তা পাওয়া যাইবে।]

মূল্য—এক আনা মাত্র।

কুলীনের মেয়ে

বর এসেছে চতুর্দ্দোলায় কুলীন কন্যার বিয়ে,
ছাঁদনাতলায় দাঁড়াল বর মাথায় টোপর দিয়ে।
চশমা চোখে নব্য বাবু রিষ্টওয়াচ হাতে,
গলাটা সরু পেট্‌টা মোটা লিভার পিলে তাতে।
উন্‌-পাঁজরে দন্তমাণিক হাওয়ায় পড়ে যায়,
চোখ দুটো কোটরে ঢোকা আড়নয়নে চায়।
রঙ্‌টি যেন কালো জাম—পাঁচ হাত লম্বা বীর,
জামাই দেখে মেয়ের মা'র হ'ল চক্ষুস্থির।
গিন্নী বলেন, মেয়ের বিয়ে দেব না এমন বরে,
চিড়িয়াখানার জানোয়ার একটা কে এনেছে ধরে?
হাজার টাকা করবো খরচ আর কি ছেলে নাই?
কুলীন কন্যার বিয়ে দেব—স্বভাব কুলীন চাই।
ঘটক বলেন, ওগো গিন্নী, এ যে কুলীনের সেরা,
বেছে এনেছি কুলীন পাড়ায় নিত্য চলা ফেরা।
বিধান আছে কুলীন পুত্রের নয়টি লক্ষণ হয়,
নববিধানে কুলীনত্বের শোন পরিচয়।
কুলের আচার রোচেনা মুখে কাসুন্দি আমচুর,
বিলাতি আচার জাম জেলি চালায় ভরপুর।
হোটেলে বসে খানা খায় ব্রাণ্ডি স্যাম্পেন সেরি,
পিছনে কাটা ফ্যাসানে চুল সুমুখে বাঁকা টেরি।

আধ-কামানো গোঁফের বাহার চাঁচা ছোলা মুখে,
বিলেত থেকে নূতন ফ্যাসান গেছে দেশে ঢ্‌কে।
আরও ফ্যাসান আস্‌বে নাকি কিস্কিন্ধা কটক হ'তে,
এবার চোখের ভ্রূ লোপাট হ'বে নাপিতের মারফতে।
ওল-কামানো কর্‌বে মাথা সুমুখে বেঁধে খোপা,
চল্‌বে পথে বাঙ্গালী বাবু দেখবে ফ্যাসান তোফা।
কোথায় গেল মূলযোড় গোঁফ কোথায় লম্বা দাড়ি,
বাব্‌রি চুল পালিয়ে গেছে বাঙ্গালাদেশ ছাড়ি।
ফ্রেঞ্চ-কাট ফ্যাসান হ'ল তাও দেখিনে আর,
নিত্য নূতন ফ্যাসান চোখে দেখ্‌ছি চমৎকার!
বিনয় বাবুর বলিহারি! সিগারেট ফুঁকে,
ধোঁয়া ছাড়েন বাবা খুড়ো গুরুঠাকুরের মুখে।
মাকে বলেন ডাইনী বুড়ী বাপকে বলেন ফুল,
অধ্যাপকের টিকি কেটে দেখায়ে দেন ভুল।
প্রণাম কারো করেন না বাবু ঘাড় হয় না নীচু,
বলেন গুড্‌মর্ণিং গুরুঠাকুর মাথাটি রেখে উঁচু।
বিদ্যেয় বাবু বৃহস্পতি পদ্য লিখে কবি,
মাসিক পত্রে দেখেন শুধু মেয়ে মানুষের ছবি।
উপন্যাসে খোঁজেন বাবু প্রেম পরকীয়া,
আদিরসের আদ্যশ্রাদ্ধ মেথরাণী নায়িকা।
পাঠ্য পুস্তক পড়্‌তে গেলে বেজায় মাথা ঘোরে,
সেলাম দিলেন দু'চার বার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দোরে।

প্রতিষ্ঠা বাবুর বাগান-পার্টি ইয়ার বন্ধু নিয়ে,
সভায় গিয়ে বক্তৃতা দেন দেশের দোহাই দিয়ে।
দেশোদ্ধারের সমিতি খুলে প্লাকার্ড মেরে দোরে,
চাঁদার খাতা বগলে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে।
কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা—নিজের পেট্‌টা চলে যায়,
বঙ্গদেশের কুলীন-পুত্তুর আড়নয়নে চায়।
তীর্থ-দর্শন করেন বাবু নিত্য গড়ের মাঠে,
আর পাঁঠার মাংস কিন্‌তে যান যখন কালীঘাটে!
তারকনাথের সত্যাগ্রহে লোকে ছুট্‌লো পালে পাল,
অন্নসত্রে দু'চার মাস কাটিয়ে দিলেন কাল!
বাবুর নিষ্ঠা ভারি ভেষ্টা পেলে বোতলের জল চায়,
হাঁড়ি মুচির হটেলে ঢুকে চপ্‌ কাটলেট খায়।
বৃত্তি আছে বাবুগিরি চৌর্য্যবৃত্তিও চলে,
পকেট মারা বিদ্যে ভাল মিশে গুণ্ডার দলে।
তপস্যা বাবুর উমেদারী এপ্রেন্‌টিস চলে,
বুটের উপর মাথা রেখে হাত বুলায় চরণতলে।
শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত ফাউল কারী খায়,
গোরার প্রেমে জগাই মাধাই ধূলাতে লুটায়।
দানে বাবু দাতাকর্ণ—ভিখারী গেলে দোরে,
পাহারওয়ালা ডেকে বলেন, ধর বেটা চোরে।
মেলবন্ধন গোষ্ঠির মাথা—গাঁই গোত্তর ছাই,
এমন কুলীন বল্লালসেনের বাবা দেখে নাই।

তখন গিন্নী নিলেন ঝাড়ু হাতে ঘটক পালায় ছুটে,
বিয়ের বর ফির্‌লো ঘরে ডেকে ঝাঁকা মুটে।
শুভবিবাহে শনির দৃষ্টি শুভদৃষ্টির আগে,
কর্ত্তা করেন মাথা হেঁট গিন্নী কাঁপে রাগে।
হায় রে দেশের কপাল পোড়া সমাজ হ'ল ছাই,
দেশের মাঝে ঢুকে গেছে কি সভ্যতার বালাই।
অনাচারে ভারতবাসী জাহান্নামে যায়,
পরের কাছে ধার করে আজ সভ্যতা তারা চায়।
ম্লেচ্ছাচারে সভ্য যদি অখাদ্য খেয়ে মান,
তবে কেন সভ্য নয় বনের বানর হনুমান ?
বাঘ ভালুকের হিংসা বুকে, শিয়াল কুকুরের বৃত্তি,
তারাই আজ সভ্য দেশের মান পেয়েছে সত্যি।
গোলামগিরি করছে লোকে জাতির মান ভুলে,
সভ্য-সেরা—সমাজদ্রোহের জয় পতাকা তুলে।
উদারতার ঢাক বাজিয়ে উদর পূজা করে,
বিধবা বিয়ের বক্তৃতা দিয়ে সভায় কেঁদে মরে।
নিজে শিক্ষা যা পেয়েছে তাতেই চক্ষুস্থির,
স্ত্রী শিক্ষার বালাই নিয়ে ভাবছে ভারতবীর।
ধন্য তুমি ভারতবাসী চিড়িয়াখানায় বাস,
আমরণ চিবিয়ে খাও সভ্যতার কচি ঘাস।

ভটচায্যির পিপাসা

পরাণ কলু তেল বেচে খায়—ভট্‌চায্যি মশায় পরাণের ঘানি থেকে খাঁটী তেল নিয়ে যাচ্ছেন—সমুখে দেখেন পরাণের নারিকেল গাছে কাঁদি কাঁদি ডাব ঝুলছে। বড় লোভ হ'ল—ভট্‌চায্যি মশায় বললেন, পরাণ বড় পিপাসা হয়েছে—একটা ব্যবস্থা কর।

পরাণ। ঘরে খুব ঠাণ্ডা জল আছে, এনে দেব?

ভট্‌চায্যি। বল কি? কলুর জল খাবো?

পরাণ। কলুর তেলে দোষ হয় না—জলে দোষ হবে?

ভট্‌চায্যি। জলেই তো দোষ! তেল তরল পদার্থ বটে কিন্তু ওতে জল নেই।

পরাণ। ঘরে তালের পিঠে গড়ান রয়েছে, তাতে এক বিন্দুও জল নাই। খান কয়েক খেয়ে যান না ভট্‌চায্যি মশায়।

ভাব খাওয়া মাথায় উঠিল—ভট্‌চায্যি রাগে গর্ গর্ করিয়া বলিলেন, বেটা কলু বলে কি? ভাট্‌পাড়ার ভটচায্যি কলুর বাড়ী তালের পিঠে খাবো?

পরাণ। কলুর বাড়ীর গুড়ে দোষ নেই—তেলে দোষ নেই—দুধগুলোও বেমালুম হজম করে' ফেলেন—যত দোষ কেবল জলে?

সেই অবধি ভট্‌চায্যি মশায় আর কলুর বাড়ী যেতেন না—খাঁটি তেলও আর খেতেন না।

———

পিকেটিং বনাম পকেটিং

বড়বাজারে এক জুয়াচোর কোন ভদ্রলোকের পকেটে হাত পুরিয়া দিল। অমনি ভদ্রলোক জুয়াচোরের হাত ধরিয়া ফেলিয়া গরম মেজাজে বলিলেন, বেটা জুয়াচোর।

জুয়াচোর ধরা পড়িয়া বলিল, আমি জুয়াচোর নই স্বেচ্ছা-সেবক—বাজারে পিকেটিং করতে এসেছি।

ভদ্রলোক। তবে পকেটে হাত চালাচ্ছ কেন?

জুয়াচোর। আজ্ঞে! পিকেটিং করতে করতে পকেটিং অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

ভদ্রলোক। এটা কি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ?

জুয়াচোর। করি কি বলুন, পেট ত কোন রকমে চালাতে হবে? মশায়! পিকেটিং বলুন আর পকেটিং বলুন, দুইটারই ফল এক। পিকেটিং করলেও জেলে যেতে হয়, পকেটিং করলেও জেলে যেতে হয়।

ভদ্রলোক কি ভাবিয়া জুয়াচোরের হাতে একটি টাকা দিয়া প্রস্থান করিল।

সমাপ্ত

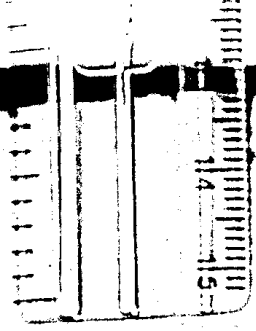

—নবজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। ভারতের হাড়ি—যমের বাড়ী ২। যমরাজার বাঙ্গালায় আগমন ৩। বাঙ্গালী ৪৫
৫। ভূতের বাঁশী বা সাইরেন ৫। কনুট্রোলের ডামাডোল ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষী
৭। কাপড়ে আগুন ৮। ভারতমাতার বস্ত্রহরণ ৯। গৃহস্থের খোকা হ'ক ১০। আম
কৌড় ১১। ধর্মঘটে চাদের হাট ১২। বিশ্বশান্তির ডুগ ডুগি ১৩। জয় যাত্রা ১৪। প
হিন্দ নেকড়ে বাঘ ১৫। পেট শাসন ভুঁড়ি অপারেশন ১৬। শাশুড়ী শাসন আইন ১৭।
গারুট ১৮। বিমান-সিন্ধু ১৯। বউ কথা কও ২০। ঐ রে ঐ রাক্ষসী আসে ২১
বিয়ে ২২। এ্যাটম বোমার শতনাম ২৩। নয়া হিন্দুর অভিযান ২৪। বুড়োর কাণ্ড ২৫।
রহস্য ২৬। মহামানবের চিরবিদায় ২৭। আমার আলো ২৮। দুই জাতি—দুই
২৯। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র ৩০। কুলীনের মেয়ে ৩১। নূতন বিয়ের আইন ৩২।
ভারতের উৎসব ৩৩। প্রেষ্টিক জল ৩৪। ক্ষুদিরামের ফাঁসি ৩৫। আগমনী ৩৬। বাংলা
৩৭। স্বাধীন ভারতের দুর্গোৎসব ৩৮। রূপিয়ার রূপকথা ৩৯। বাঘা যতিনের
৪০। বিদ্রোহী হায়দরাবাদ ৪১। চাষী ভাই জাগো জাগো ৪২। চিচিং ফাঁক ৪৩। দুর্
মর্ত্তে আগমন ৪৪। নাথুরামের ফাঁসি ৪৫। কালো মাণিক ৪৬। নেতাজির
৪৭। গোপ গেল। উক্ত ৪৭খানি /০, ৵০ ও ৶০ আনা মূল্যের পুস্তক একত্রে ডাক মা
ভি: পি: তে ৩।০ তিন টাকা আট আনা মাত্র।

[বি: দ্র:—এই সমস্ত পুস্তকের মধ্যে যদি কোন পুস্তক ফুরাইয়া যা
তার পরিবর্ত্তে নূতন পুস্তক দেওয়া হয়। ১।০ এক টাকা চারি আনা
ভি: পি: তে পুস্তক পাঠান হয় না। নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লি
অগ্রিম টাকা পাঠাইলে পাকিস্তানে পুস্তক পাঠাইয়া থাকি।]

প্রিন্টার—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক 'সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস'
১৭৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।